ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ আষাঢ় ১৪৩১, ১৫ জুলাই ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

ঢাবিকে ২০৪৫-এর মধ্যে গবেষণা প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে—উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০৪৫ সালের মধ্যে একটি গবেষণা প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন, দেশি-বিদেশি গবেষকদের আকৃষ্ট করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই 'বঙ্গবন্ধু ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম' চালু করা হবে। আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রস্তুত করতে বহুমাত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৬ জুন ২০২৪ বুধবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রথম বর্ষের সকল অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতায় আনা হবে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ক্যাম্পাসভিত্তিক নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। স্মার্ট ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ট্রান্সপোর্টেশন ও রেজাল্ট প্রসেসিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মার্ট ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলা হবে। শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রযুক্তি-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিবেশনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৯৪৫ কোটি ১৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৯৭৩ কোটি ৫ লাখ ৭৮ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। উপাচার্যের অভিভাষণের পর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এই বাজেট সম্পর্কিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনমিতির লভ্যাংশ অর্জনের জন্য প্রয়োজন মানবিক ও প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ও ফিজিক্যাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এই দুটি পরিকল্পনা-সহ গৃহীত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বশিক্ষা-মানচিত্রে অনন্যসাধারণ অবস্থানে উপনীত হবে। আন্তর্জাতিক বাজার-উপযোগী বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী প্রস্তুত করাই আমাদের লক্ষ্য ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে নতুন নতুন উদ্ভাবনের উপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য বলেন, নলেজ ইকোনমি'র যুগে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আমাদের নতুন ধারণা উপস্থাপন ও উদ্ভাবনে মনোযোগী হতে হবে। তিনি বলেন, যুগোপযোগী শিক্ষাকার্যক্রম, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ইন্ডাস্ট্রি-ইউনিভার্সিটি সম্পর্ক, কোলাবরেশন-কোঅপারেশন, অটোমেশন এবং নেটওয়ার্কিং তথা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ইন্টিগ্রেশন ও ইন্টিগ্রিটি, সাসটেইনেবিলিটি এবং নেতৃত্ব তৈরি বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার অপরিহার্য অংশ। উচ্চশিক্ষা বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে এবং বিশেষায়িত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

উপাচার্য বলেন, তরুণ শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে একটি আবশ্যিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এছাড়া, শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'টিচিং ইভাল্যুয়েশন' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মননশীল ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি উচ্চশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে উপাচার্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্যের অভিভাষণ ও কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার উপর সিনেট সদস্যগণ আলোচনায় অংশ নেন।

৩-দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম

উন্নত দেশগুলোই কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী—উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা বিভাগের উদ্যোগে 'Music and Allied Arts of Greater South Asia' শীর্ষক ৩-দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম গত ১১ জুলাই ২০২৪ এশিয়াটিক সোসাইটি'র মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'জলবায়ু সংকট এবং শিল্পকলার উপর এর প্রভাব'।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছিরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসাদুজ্জামান নূর এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, স্লোভেনিয়ার লুব্লজানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাভানিবর পেত্তান, শ্রীলঙ্কার ইউনিভার্সিটি অব ভিজ্যুয়াল আর্টস এন্ড ডিজাইন কেলানিয়ার অধ্যাপক ড. কে.ডি. লাসানথি মানারাঞ্জানিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রিচার্ড কেন্ট উলফ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন মনিরা পারভীন স্বাগত বক্তব্য দেন এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. সায়েম রানা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বিশ্বের সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিভিন্ন অন্যায় প্রতিরোধের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণের বিরুদ্ধে শিল্পীদের সোচ্চার হতে হবে। তিনি বলেন, মূলত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোই কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী। কার্বন নিঃসরণের কারণে বিশ্বের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। এতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সিম্পোজিয়াম জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সিম্পোজিয়ামে বিশ্বের ১০টি দেশের ৬৩জন শিল্পী ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, দক্ষ এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন করে তোলে—স্পিকার

উৎসবমুখর পরিবেশে গত ১ জুলাই ২০২৪ সোমবার ১০৪তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ১৯২১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষা'। দিবসটি উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন, কেক কাটা, থিম সং পরিবেশন, শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভা।

সকাল ১০টায় টিএসসি'র পায়রা চত্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন, থিম সং পরিবেশন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর আগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দের অংশগ্রহণে স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে গত ৭ জুলাই ২০২৪ মলচত্বরে শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভের ওয়াটার গার্ডেনে একটি নীল পদ্মফুলের চারা এবং একটি হোগলা চারা রোপণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১ জুলাই ২০২৪ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কেটে ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন। এসময় বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এবিএম শহিদুল ইসলাম এবং মার্কেটিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানসহ বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে উপাচার্যের অভিভাষণ

মাননীয় সিনেট সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় সহকর্মীবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, শুভ অপরাহ্ণ।

২০২৪ সালের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে আপনাদের স্বাগত জানাই। এর আগে সিনেট অধিবেশন বসেছিল ২০২৩ সালের ২১শে জুন, তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে। সেই অধিবেশনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি আশা করি, আগামী দিনগুলোতেও আপনাদের অভিমত ও পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আপনাদের সব ধরনের সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বক্তব্যের শুরুতে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি একইসঙ্গে স্মরণ করছি তাঁর সহধর্মিণী ও সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদতবরণকারী শেখ কামাল, শেখ জামাল, নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেল-সহ ওই দিনের সকল শহিদকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে যাঁদের নাম জড়িয়ে আছে। সেইসঙ্গে স্মরণ করছি বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে জাতির যে সকল সূর্যসন্তান জীবন উৎসর্গ করেছেন ও যে সকল মা-বোন নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদেরকে। এই মহান সিনেটে দাঁড়িয়ে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, যাঁর অসম সাহস ও রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্ব আজ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ২০২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক 'দি ইকোনমিস্ট'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে উল্লেখ করা হয়: "সকল আর্থ সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে বহুদূর এগিয়ে রয়েছে।" টানা চতুর্থবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এবং আমার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন, বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি স্তর বিদ্যমান। প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক জ্ঞান-কেন্দ্রিক, যেটি মূলত সাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান এবং জীবনমুখী মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে উৎসাহিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাকে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর মৌলিক দক্ষতার ভিত্তি তৈরি করে এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সমাজকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে। আর উচ্চশিক্ষা বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে এবং বিশেষায়িত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। মননশীল ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে এবং সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি। *Sadhana: The Realisation of Life* (১৯১৩) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence." প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের দেশে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও দর্শন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষায় যে স্বীকৃত কাঠামো থাকা দরকার তা এখনো জাতীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট করা যায়নি। বৈশ্বিক মানদণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও করণীয় ইতোমধ্যে আমরা নির্ধারণ করতে পেরেছি। সেই অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করতে বহুমাত্রিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বিশেষ সমাবর্তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরণোত্তর Doctor of Laws (Honoris Causa) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। জাতির পিতাকে এই ডিগ্রি প্রদান করার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবল একজন অবিসংবাদিত বিশ্বনেতাই নন, তিনি একইসঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক, শিক্ষানুরাগী ও আধুনিক মানুষ। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আয়োজনে সমাবর্তন-বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তন বক্তব্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর 'হৃদয়ের বিশ্ববিদ্যালয়' বলে উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি বর্তমান শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী জ্ঞান-অর্জন এবং বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে দেশকে উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, "তরুণদের নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা যেন থেমে না যায়। গবেষণার কাজে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।" এর আগে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "আমরা তাকাব এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।" বিশ্বদরবারে আত্মমর্যাদাশীল, প্রযুক্তিনির্ভর ও সমৃদ্ধ একটি জাতি গঠনে উচ্চতর জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের যে কোনো বিকল্প নেই, তা এই দুই সফল রাষ্ট্রনায়কের বক্তব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি অনুষদ, ৮৪টি বিভাগ, ১৩টি ইনস্টিটিউট, ৬০টি গবেষণা সেন্টার ও ব্যুরো রয়েছে। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭টি অঙ্গীভূত ও উপাদানকল্প কলেজের অধীনে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবছর উন্নয়ন বাজেটের সীমাবদ্ধতা, জনবলের ঘাটতি ও দক্ষতার অভাব এবং গবেষণা যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার মান রক্ষা করা বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রেই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার্থী-সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক সময়ে যৌক্তিকতা প্রাধান্য পায়নি। নানা কারণে একাডেমিক অসামঞ্জস্যও বিদ্যমান। উল্লেখ্য, যুগোপযোগী শিক্ষাকার্যক্রম, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ইন্ডাস্ট্রি-ইউনিভার্সিটি সম্পর্ক, কোলাবরেশন-কোঅপারেশন, অটোমেশন এবং নেটওয়ার্কিং তথা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ইন্টিগ্রেশন ও ইন্টিগ্রিটি, সাসটেইনেবিলিটি এবং নেতৃত্ব তৈরি বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার অপরিহার্য অংশ। পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ, নান্দনিক অবকাঠামো ও দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস, পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত সহশিক্ষা কার্যক্রম, আধুনিক লাইব্রেরি সুবিধা, আইসিটি অবকাঠামো ইত্যাদি মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে লক্ষ্যে চলমান চতুর্থ ও আসন্ন পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের সময়কালে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে বিশ্ববাজারের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির জন্য ৪০ হাজার শিক্ষার্থী, ২ হাজারের অধিক শিক্ষক এবং ৬ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে একাডেমিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Academic Development Plan-ADP) ও ভৌত অবকাঠামোগত মাস্টার প্ল্যান (Physical Master Plan-PMP) প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লম্বধর্মী রূপান্তরের (Vertical Transformation) জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এসব পদক্ষেপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিশন নির্ধারণ করেছি: "Create a world-class educational ecosystem that enables individuals to act as dynamic human capital and ethical leaders for a sustainable future." বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিশন এবং এই সম্পর্কিত মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে Academic Development Plan (ADP) এবং Physical Master Plan (PMP) প্রস্তাব করা হয়েছে। এই দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একাডেমিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৩৫ সালের মধ্যে এই বিদ্যাপীঠ উচ্চতর গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে, যা কার্নেগির শ্রেণিবিভাজন (Carnegie Commission on Higher Education, 1970) অনুযায়ী R2 বিশ্ববিদ্যালয়। এই ধারাবাহিকতায় ২০৪৫ সালের মধ্যে এটি রূপান্তরিত হবে গবেষণা-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে, যা কার্নেগির বিভাজনে R1 বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান R3 বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য, অর্থাৎ গবেষণা থেকেও পাঠদানকে এখানে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রস্তাবিত একাডেমিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে অনেক বিভাগের শিক্ষার্থী-সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে আনা হবে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কিছু নতুন বিভাগও খোলা হবে। ভৌত অবকাঠামোগত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে আধুনিক গবেষণাগার-সহ একাডেমিক ফ্লোর স্পেস ২৭ লাখ ৫৩ হাজার ৭০০ বর্গফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ লাখ ৯৪ হাজার ৩০০ বর্গফুট হবে। লাইব্রেরির সুবিধা ১ হাজার ৫০০ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ হাজার জন হবে এবং নারী শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ শতাংশে উন্নীত হবে। মাস্টার প্ল্যানে প্রদর্শিত ভবনসমূহ বহুতলবিশিষ্ট হওয়ায় ভবনসমূহের ফুটপ্রিন্ট ২৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশে নেমে আসবে। ফলে সবুজ চত্বর ও উন্মুক্ত স্থান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রণীত মাস্টার প্ল্যানে ওয়াকওয়ে ও সাইকেল-লেন নির্মাণ করে শিক্ষার্থীবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির পানি ধারণ, সৌরশক্তি উৎপাদন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, গাড়ি পার্কিং সুবিধা, জলাধার সংরক্ষণ, সৌন্দর্যবর্ধন, বিদ্যমান খেলার মাঠের সংস্কার, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার মাঠ ও সুইমিংপুল নির্মাণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Academic Development Plan এবং Physical Master Plan-এর ফেইজ-১ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল, একাডেমিক ভবন ও আধুনিক লাইব্রেরি নির্মাণ এবং উন্নতমানের গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ক্যাম্পাস শহরের ব্যস্ততম এলাকায় অবস্থিত। সঙ্গত কারণে যানজট, শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ শিক্ষাকার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সামাজিক-রাজনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র এই ক্যাম্পাস। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চলমান থাকায় ও জনঘনত্ব বেশি হওয়ায় এই ক্যাম্পাসে বিশ্বমানের গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা দুরূহ। আধুনিক গবেষণা-নির্ভর একটি ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য কোলাহল ও দূষণমুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন মোতাবেক একাধিক বিশেষায়িত ক্যাম্পাস রয়েছে। এই লক্ষ্যে ২০১৭ সালে পূর্বাচলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজউক বরাবর আবেদন করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজউক পূর্বাচলে প্রায় ৫২ একর জমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাথমিক বরাদ্দ দেয়। উক্ত জমি প্রতীকী মূল্যে বা 'বুক টু বুক' ট্রান্সফারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পূর্বাচলে 'Research and Innovation Campus' গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি-ইউনিভার্সিটি সম্পর্ক জোরদার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে সেখানে গড়ে তোলা হবে 'Startup Studio'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো চিকিৎসা অনুষদ নেই। বেইজিং, টোকিও, সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-সহ পৃথিবীর প্রায় সকল বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল ফ্যাকাল্টি কাম হসপিটাল রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্ব স্ব দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণা এবং স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জমি পাওয়া গেলে পূর্বাচল ক্যাম্পাসে একটি বিশ্বমানের মেডিকেল ফ্যাকাল্টি কাম হসপিটাল গড়ে তোলা হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি, ফার্মেসী, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্সসহ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও মেডিকেল শিক্ষায় অবদান রাখছে। মেডিকেল ফ্যাকাল্টি গড়ে তোলা সম্ভব হলে সমন্বিত প্রচেষ্টায় তা বাংলাদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের তত্ত্বাবধানে একটি যুগোপযোগী 'ফাউন্ডেশন সার্টিফিকেট ইন ইউনিভার্সিটি টিচিং অ্যান্ড লার্নিং' ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে। তরুণ শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এবারই প্রথম আবাসিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্স কুমিল্লার বার্ডে সম্পন্ন হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৮টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের সর্বমোট ৫৮ জন প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের জন্য IQAC সেলের পরিচালক-সহ প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন থেকে বছরে দুইবার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকগণের পরবর্তী ধাপে পদোন্নতির জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি আবশ্যিক করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা আরো বেগবান করার জন্য এবং বিশ্বশিক্ষা মানচিত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা আশা করি। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আগামীতে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাই। এখানে উল্লেখ্য, শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'টিচিং ইভাল্যুয়েশন' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ড্যাশবোর্ড থেকে 'টিচিং ইভাল্যুয়েশন' করতে পারছে। আশা করা যায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও অভিমত পাঠদান পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনে গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমষ্টিগত দক্ষতায়। বিশ্ববিদ্যালয়কে গতিশীল করতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে Public Procurement Rules (PPR) এবং Electronic Government Procurement (eGP) প্রশিক্ষণ, ডিজিট্যাল নথি ব্যবস্থাপনার জন্য ৩০ জনকে মাস্টার ট্রেইনিং-সহ আরো ১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান, অফিসের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-আচরণ, সৌজন্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অফিস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ চালুর বিষয়ে কলা অনুষদের ডিনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১৫ দিনব্যাপী (১) Office Management, (২) Administrative Rules and Procedure, (৩) Financial Management, (৪) Ethics and Etiquette, (৫) ICT and Communication Skills বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে। আমি আশা করি, এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে এবং কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পবিপ্লবের বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Student Promotion and Support Unit (SPSU)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বাজারকেন্দ্রিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে স্থাপিত National Skill Development Authority (NSDI)-র সাথে সমঝোতা চুক্তি সাক্ষর করেছি। বর্তমানে প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী ছুটির দিনে বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালে Flexi Hour পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, অফিস অফ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (Office of the International Affairs), ন্যানো প্রযুক্তি (Nanotechnology) সেন্টার-সহ বিভিন্ন অফিসে কর্মরত রয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি একক ও দলগত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া নিকট ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার, বিভিন্ন ক্যাফেটেরিয়া, হিসাব পরিচালকের দপ্তর-সহ অন্যান্য অফিস এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসভিত্তিক আরো নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Self-sustaining model অনুসরণ করে একটি স্যুভেনির শপ চালু করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো স্যুভেনির সামগ্রী আমাদের নেই। চারুকলা অনুষদের সম্মানিত ডিনকে প্রধান করে নান্দনিক স্যুভেনির সামগ্রী তৈরি করার প্রক্রিয়া আমরা শুরু করেছি।

শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে Green Campus কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেক হলে ইতোমধ্যে 'পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্লাব' গঠন করেছি। এ রকম ক্লাব বিভাগ ও ইনস্টিটিউট পর্যায়েও গঠন করা হবে। এই ক্লাবের মাধ্যমে আবাসিক হল, বিভাগ ও ইনস্টিটিউট এবং এর পারিপার্শ্বিক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত স্থানে General ও Recycle Waste বিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। General Waste থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি পাইলট প্রজেক্ট হাতে নিতে ডিপার্টমেন্ট অব ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও শক্তি ইনস্টিটিউটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া Green Campus প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের ছাদে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরিকৃত Solar Photovoltaic System স্থাপন করা হবে, যার দায়িত্বও উল্লেখিত দুটি ইউনিটকে দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কিছু কিছু উপাংশ ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৭ সালে আইসিটি সেল গঠনের মাধ্যমে এই অটোমেশনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু সামগ্রিক অটোমেশনের জন্য মাস্টার প্ল্যান না থাকায় সাময়িক এসব উদ্যোগ End-to-End অটোমেশন এবং Seamless একীভবনের আওতায় আনা যায়নি। সম্প্রতি আমি আইসিটি সেলকে অটোমেশন সংক্রান্ত একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের নির্দেশনা দিয়েছি। যার একটি আইটেমভিত্তিক খসড়া রোডম্যাপ সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে অন্তত ৩ বছর সময় লাগবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, End-to-End অটোমেশনের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন অনলাইন সেবা প্রদান করতে সক্ষম হব। অটোমেশনের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য আইসিটি সেলের পরিচালক-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

কোভিড-১৯ মহামারিকালে আমরা অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুধাবন করি। সেই উপলব্ধি থেকে আইসিটি সেল ক্লাস ও পরীক্ষা পরিচালনার জন্য লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) এবং এক্সাম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (EMS) সফটওয়্যার তৈরি করেছে। LMS এবং EMS সফটওয়্যার দুটি পরীক্ষামূলকভাবে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের সকল বিভাগ বর্তমানে ব্যবহার করছে। Bangladesh National Qualification Framework (BNQF)-এর সুপারিশ মোতাবেক Outcome Based Education (OBE) কারিকুলাম প্রস্তুতির কাজকে সহজতর করার লক্ষ্যে আইসিটি সেল একটি এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করেছে। প্রশাসনিক ভবন-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিসে ফাইল ম্যানেজমেন্ট এবং Annual Performance Agreement (APA) বাস্তবায়নের জন্য আমরা ডি-নথি চালু করতে যাচ্ছি। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত হবে। এই জুলাই থেকে LMS, EMS, OBE কারিকুলাম এবং ডি-নথি সংক্রান্ত সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক ভবন-সহ সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হবে। আমার জানা মতে LMS, EMS ও OBE এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব জনবল দিয়ে তৈরির প্রথম সফল প্রচেষ্টা।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আমরা আবাসিক হলগুলোতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ তৈরির জন্য একটি 'হল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার' তৈরি করেছি। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে হলের সকল শিক্ষার্থীর হালনাগাদ তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক হলের মেয়াদোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তথ্য সহজেই জানা সম্ভব হবে। সম্প্রতি প্রস্তুতকৃত অন্য একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবাসিক শিক্ষকরা ফ্লোর পরিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এখন অনলাইনে আপলোড করছেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রাধ্যক্ষ তাঁর ড্যাশবোর্ডে হলের হালনাগাদ তথ্য অবহিত হচ্ছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে Geography Information System (GIS) ব্যবহার করে ক্যাম্পাস এলাকায় সকল সিসিটিভি ক্যামেরার স্টকটেকিং-সহ কেন্দ্রীয় সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম আমরা স্থাপন করেছি। গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে মলচত্বর-সহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ২২টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। সেন্টিনারি মনুমেন্ট (Centenary Monument) তথা মলচত্বর এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৪৪টি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নতুন আরো ৪৮টি ক্যামেরা স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অটোমেশন প্রক্রিয়ায় আইসিটি সেল মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তি অফিস ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসও এই অটোমেশন প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সহযোগিতা করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প ঘোষণা করেছেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ জোগান দিতে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। স্মার্ট ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ম্যানুয়াল তৈরির জন্য কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যানকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্মার্ট ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ট্রান্সপোর্টেশন, রেজাল্ট প্রসেসিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশন ইত্যাদির মাধ্যমে স্মার্ট ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে ২৮টি এপ্লিকেশন-সহ স্মার্ট আইডি কার্ড আমরা সম্প্রতি সরবরাহ করেছি। কেন্দ্রীয় ও বিজ্ঞান লাইব্রেরির প্রবেশপথ পরীক্ষামূলকভাবে এই আইডি কার্ড ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যেই সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনুরূপ আইডি কার্ড সরবরাহ করা হবে। উল্লেখ্য তথ্য ও প্রযুক্তি-জ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপনে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছি 'তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষা'।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

চলতি বছর তিন লাখেরও বেশি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬ হাজার শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এর বেশির ভাগ শিক্ষার্থী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, যাদের অনেকেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রথমবারের মতো ঢাকায় এসেছে। আর্থিক অসচ্ছলতা ও আবাসনের অসুবিধার কারণে প্রায়শ প্রথম বর্ষে বহু শিক্ষার্থী হতাশাগ্রস্ত ও বিপথগামী হয়ে যায়। এসব শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা একটি উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে '১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির নীতিমালা, ২০২৪' নামে একটি নীতিমালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ট্রেজারারের নেতৃত্বে প্রণয়ন করা হয়েছে। কমবেশি ৪ হাজার টাকা প্রতি মাসে তাদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে। ৮০%-এর উপর যাদের ক্লাশ উপস্থিতি থাকবে, তারাই এ বৃত্তির আওতায় আসবে। বৃত্তির অর্থপ্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে ইতোমধ্যে একটি সভা করেছি। তিনি সিংহভাগ অর্থ প্রদানের ব্যাপারে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। এই জুলাইয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিদের সাথেও সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আশা করি, এই প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রস্তাবিত Academic Development Plan (ADP) অনুযায়ী আমরা ক্রমশ এই বিদ্যাপীঠকে গবেষণাপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়েছি। উন্নত দেশে গবেষণাপ্রধান (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপাচার্যের সঙ্গে চীনা প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি-এর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন ডিভিশনের পরিচালক মিস লি লি এবং একই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ড. দেজুন দাই গত ৪ জুলাই ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কে এম আজম চৌধুরীসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি-এর মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় দু' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামুদ্রিক বিপর্যয়, মহাসাগর এবং জলবায়ু মডেলিং, ভূতত্ত্ব, সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব এবং মহাসাগর ম্যাপিং বিষয়ে আরও যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে পিএইচডি প্রোগ্রাম পরিচালনার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যৌথভাবে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনলাইন ক্লাস আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি'র সাথে জাপানের দুই প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের এজেআই-সিএলই কোম্পানি লিমিটেড এবং রাইয়োবি সিস্টেমস কোম্পানি লিমিটেড-এর মধ্যে গত ১০ জুলাই ২০২৪ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অফিস লাউঞ্জে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, এজেআই-সিএলই কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা মি. তাইচি ওয়াতানাবে এবং রাইয়োবি সিস্টেমস কোম্পানি লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার মি. আকিরা তোদা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (কারস)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম, কারস-এর গবেষকবৃন্দ এবং দুই জাপানি কোম্পানির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারস, এজেআই-সিএলই কোম্পানি লিমিটেড এবং রাইয়োবি সিস্টেমস কোম্পানি লিমিটেড যৌথভাবে অল্টারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং (এডব্লিউডি) পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্বন ক্রেডিট এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা করবে। এছাড়া, তারা এডব্লিউডি সেচ পদ্ধতির অনুশীলনের মাধ্যমে কম জল ব্যবহার করে ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জল সম্পদ সংরক্ষণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ধান চাষ এবং জমিতে কার্বন গ্যাস পরিমাপের জন্য যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জাপানের এই দুই কোম্পানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারস-এর বায়ু বিশুদ্ধতা ও পরিবেশ দূষণ ল্যাবরেটরিতে এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি 'গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ মেশিন' প্রদান করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করায় এজেআই-সিএলই কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা মি. তাইচি ওয়াতানাবে এবং রাইয়োবি সিস্টেমস কোম্পানি লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার মি. আকিরা তোদাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উপকৃত হবে এবং বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নবনির্মিত জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় নবনির্মিত শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৯ জুলাই ২০২৪ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এই শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করেন।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনছারুল আলম। এসময় বিভিন্ন ভাষা কোর্সের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা করায় জাপান সরকার এবং রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাথে জাপানের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপান নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছে। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাপানিজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে জাপানের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানিজ ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিক্ষার্থীদের জাপানিজ ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাপান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, জাপান ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাপান সরকারের আর্থিক অনুদানে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানিজ ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য ৩টি শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের জন্য ৩টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়।

উপাচার্যের অভিভাষণ

(২য় পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স এবং পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যার প্রায় কাছাকাছি। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ফেলোশিপ প্রোগ্রামও চালু থাকে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম' চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীরা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এই প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে সম্মানজনক বৃত্তির অর্থ-সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাবেন, যা উন্নত বিশ্বের প্রায় অনুরূপ। ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য Impact Factor-সংবলিত জার্নালে (Q1/Q2) অন্তত দুটি প্রকাশনা থাকতে হবে। বাংলাদেশে এই ধরনের উদ্যোগ এটিই প্রথম। গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য ২০২১ সালে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর জন্য মনোগ্রাফ বা প্রজেক্ট চালু করার এবং মাস্টার্স পর্যায়ে প্রতিটি ব্যাচে ন্যূনতম ৩০% শিক্ষার্থীকে থিসিস গ্রুপের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-পরিবেশ ও গবেষণা-মনস্কতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আপনারা অবহিত আছেন, 'নলেজ ইকোনমি'র যুগে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আমাদের নতুন ধারণা উপস্থাপন ও উদ্ভাবনে মনোযোগী হতে হবে। ২০২৪ সালের ৪ঠা মার্চ প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী বিভিন্ন উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবামূলক আবিষ্কারের ধারণা নিয়ে উদ্ভাবন মেলা (Innovation Fair) অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ৪০টি উদ্ভাবনী পণ্য এবং ৬১টি সেবামূলক উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া এ বছরের ১১ই ফেব্রুয়ারি এবং ৩০শে মে যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটসমূহ এবং বোস সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেসের উদ্যোগে দিনব্যাপী গবেষণা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্ডাস্ট্রির অর্জিত মুনাফার একটি অংশ প্রণোদনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য বরাদ্দ দেওয়ার নীতি প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। বিশ্বের শিক্ষা-মানচিত্রে এগিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি বড়ো আর্থিক প্রণোদনা আসে ইন্ডাস্ট্রি ইউনিভার্সিটি কোলাবোরেশনের মাধ্যমে।

এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার স্বীকৃতির জন্য Research Integrity Framework একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা আবশ্যক। এ ধরনের Framework গবেষণার সততা ও স্বচ্ছতা, সম্মান ও স্বীকৃতি, সতর্কতা ও নিরাপত্তা, ঝুঁকি ও দায়িত্ববোধ এবং মুক্ত যোগাযোগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে গবেষণা কার্যক্রমকে বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর নেতৃত্বে আমরা Research Integrity Framework প্রণয়ন করেছি। গবেষক এবং উদ্ভাবকদের অধিকার সুরক্ষা এবং নতুন উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবন এবং মেধাস্বত্ব নীতিমালা (IP Policy) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত গবেষণার প্রবণতা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। Scopus Indexed জার্নালে ২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের ৫৮৬টি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যা ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪০০। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমের এ অগ্রগতি বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমাগত উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বছর 'কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো বিশ্বে ৫৫৪তম অবস্থান অর্জন করেছে। বস্তুত র‍্যাঙ্কিং একটি বাণিজ্যিক ধারণা, যা মূলত পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য প্রণীত হচ্ছে, তবুও বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা-মানচিত্রে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। র‍্যাঙ্কিংয়ের কিছু কিছু সূচক উন্নয়নশীল দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অর্জন করা দুরূহ, যেমন বিদেশি শিক্ষক, নিজস্ব উপার্জন, উন্নত প্রযুক্তি (Cutting-edge Technology), শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ইত্যাদি। কিন্তু গবেষণা ও উদ্ভাবনে আরো ভালো করা সম্ভব। মানসম্মত গবেষণার জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানের বাজেট ও সমৃদ্ধ ল্যাব-সহ সার্বিক সুযোগ-সুবিধা। এক্ষেত্রে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সহ সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। র‍্যাঙ্কিংয়ে আরো উন্নতি করার জন্য সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয়নের জন্য Dhaka University Research Co-ordination & Monitoring Cell (DURCMC) গঠন করা হয়েছে। এই সেল Center for Testing Consultancies and Research Coordination (CTCRC) নামক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি-ইউনিভার্সিটি কোলাবোরেশন জোরদার করা এবং কনসালটেনসি ও গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা তহবিল গঠন এবং গবেষণালব্ধ তথ্যকে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ ও সহজলভ্য করতেও এই সেল কাজ করছে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য এলামনাই এসোসিয়েশনের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ছাড়াও বেশির ভাগ হল, বিভাগ, ইনস্টিটিউট এবং ব্যাচ-কেন্দ্রিক এসোসিয়েশন রয়েছে। এ সকল এলামনাই এসোসিয়েশনের কোনো কোনোটির মধ্যে শৃঙ্খলার ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি একটি সভার আয়োজন করা হলেও উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি। সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে এলামনাই এসোসিয়েশনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসিদ্ধ, নিয়মতান্ত্রিক, গঠনমূলক সম্পর্ক ও আর্থিক অনুদানের প্রক্রিয়া নিরূপণের লক্ষ্যে একটি নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত স্থানসমূহ এলামনাই এসোসিয়েশন, ছাত্র সংগঠন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর ব্যবহারের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা কলা অনুষদের ডিনের নেতৃত্বে প্রণীত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

উচ্চশিক্ষায় যৌথ গবেষণা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিং বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান-ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই লক্ষ্যে Office of the International Affairs (OIA) আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বর্তমানে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কার্যকর সমঝোতা স্মারক সম্পাদনা, বিদেশি ছাত্র ভর্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক গবেষণার সুযোগ তৈরি, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ, শিক্ষানবিশ/বিদেশে অধ্যয়ন/ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম আরো বাড়ানো এই অফিসের মূল কাজ। এই অফিসের পরিচালক-সহ তিন জন প্রতিনিধি Erasmus+K17-এর আমন্ত্রণে স্পেনের University of A Coruna-য় ইন্টারন্যাশনালাইজেশন বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য ২০২৪ সালের মে মাসে এক সপ্তাহের একটি স্টাফ ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে। ফুলব্রাইট ফেলোশিপের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই জন বিশেষজ্ঞ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় এক বছর এই অফিসের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কাজ করবেন। বিদেশি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার জন্য একটি পুস্তিকা, স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রফেশনাল ভিডিও এবং এই সংক্রান্ত ওয়েব পেইজ সমৃদ্ধকরণের কাজ চলমান।

সম্প্রতি আমি জাপানের কিয়োশু বিশ্ববিদ্যালয়, এহিমে বিশ্ববিদ্যালয় ও কোবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্মিংহাম সিটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট/উপাচার্যের সাথে আমি বৈঠক করি এবং পারস্পরিক কার্যকর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। জাপানের এহিমে বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ দূষণ ব্যবস্থাপনায় যৌথ গবেষণার জন্য একটি স্যাটেলাইট গবেষণাগার স্থাপন করার আগ্রহ প্রকাশ করে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন জোরদার করার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। মে মাসে জাপানের প্রায় ৭০টি কোম্পানির ১০০ জনের বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোড সামুরাই প্রতিযোগিতা-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানি আইটি শিল্পে কাজ করার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। C-40 Cities-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে মে মাসে 'Dhaka City Climate Action Plan' ঘোষণা করা হয়। এভাবে আমরা নানাবিধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলছি।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

Specially Abled Children তথা বিশেষ-সক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও সেবা প্রদানের জন্য একটি বিশেষায়িত স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত স্পেশাল এডুকেশন, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডার, জেনেটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লিনিক্যাল এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট এবং ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-সহ বেশ কয়েকটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট বিশেষ সক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও সেবার বিষয়ে পাঠদান করে থাকে। এসব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় স্কুলটি পরিচালনা করা হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সহায়তা প্রদানে সম্মত রয়েছে। আমরা অতি শীঘ্র বিশেষ-সক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ-সহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করব।

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর দেওয়া আজকের সামাজিক বাস্তবতায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক অসচ্ছলতা, আবাসস্থলের সংকট, বৈষম্য, যৌন হয়রানি, র‍্যাগিং ইত্যাদি শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় একটি 'মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ম্যানুয়াল' প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যানুয়াল ব্যবহার করে ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের তত্ত্বাবধানে প্রথম বর্ষ থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমাধান করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটের ছাত্র উপদেষ্টা এবং শ্রেণি-প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

আপনারা জানেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, ভাস্কর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। প্রতি বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার, সম্মেলন, বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানে আগত বিদেশি গবেষক-শিক্ষক-শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের গণ্যমান্য লোকজনের পক্ষে ক্যাম্পাসের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাস্কর্য ও স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকে না। ক্যাম্পাসের সমৃদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য 'ক্যাম্পাস ট্যুরিজম' বুকলেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই বুকলেটে কার্জন হল, অপরাজেয় বাংলা, শতবর্ষী স্মৃতিস্তম্ভ, শহিদ মিনার, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্মৃতি চিরন্তন, মধুর ক্যান্টিন, ঢাকা গেইট, ঐতিহাসিক বটতলা, তিন নেতার মাজার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, দক্ষ এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন করে তোলে—স্পিকার

(১ম পৃষ্ঠার পর) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মো. সাদ্দাম হোসেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তরুণদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করতে হবে। তারুণ্য জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়কে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করে মেধা ও মননকে শানিত করতে হবে এবং প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, দক্ষ এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন করে তোলে। তাই শিক্ষার মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব। জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একটি লক্ষ্য 'ট্রানজেকশনাল', অপরটি 'ট্রান্সফরমেশনাল'। প্রথম লক্ষ্যটির ক্ষেত্রে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করা হয়। উচ্চশিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু ভালো চাকুরি পাওয়া নয়, বরং এক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশ ঘটে এবং সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সক্ষম হয়। একইসঙ্গে তার মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় এবং সে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০৪৫ সালের মধ্যে গবেষণা-প্রধান 'আর ওয়ান' (R1) ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, এলক্ষ্যে ইতোমধ্যেই 'অ্যাকাডেমিক মাস্টার প্ল্যান' এবং 'অ্যাকাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, অ্যালামনাই, ব্যবসায়ীসহ সকলের সহযোগিতায় গবেষণা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের শিক্ষা মানচিত্রে অনন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কৃতিত্বপূর্ণ নজির নেই। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদান তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, আত্মনির্ভরশীল, আত্মমর্যাদাশীল ও স্বাবলম্বী জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, দক্ষতা-ভিত্তিক, আধুনিক, প্রায়োগিক ও জনকল্যাণমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমরা তরুণ প্রজন্মকে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে চাই। শিক্ষার্থীদের হতাশামুক্ত শিক্ষা জীবন নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই প্রথম বর্ষের সকল অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে তিনি অ্যালামনাই ও ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শীর্ষক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ অতিথিবৃন্দ এই মোড়ক উন্মোচন করেন।

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে সেমিনার লাইব্রেরি উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে নবনির্মিত সেমিনার লাইব্রেরি উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৭ জুন ২০২৪ বিভাগে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনার লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সেমিনার লাইব্রেরি নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে এই লাইব্রেরি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই লাইব্রেরির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের জগৎ আরও সমৃদ্ধ করবে এবং নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনের পর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সেমিনার লাইব্রেরিতে বেশ কিছু বই প্রদান করেন।

উপাচার্যের অভিভাষণ

(৩য় পৃষ্ঠার পর) সমাধিসৌধ, গুরুদুয়ারা নানকশাহী, শিববাড়ি মন্দির, গৌতম বুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক মুসা খান মসজিদ, গণকবর (জগন্নাথ হল), শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ (শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) জয়নুল গ্যালারি (চারুকলা)-সহ অন্যান্য ভাস্কর্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর ইতিহাস, স্থিরচিত্র, ম্যাপ ও ছজ কোড যুক্ত থাকবে। বুকলেটটি ক্যাম্পাস ভ্রমণের আকর্ষণ বাড়াবে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা কমবেশি অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করছি। ভাসমান ও অননুমোদিত দোকান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম না মানার প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে, ক্যাম্পাস এবং আবাসিক এলাকার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু দোকান বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না নিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ভাড়া পায় না, অধিকন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও পানির বিলও বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হচ্ছে। যে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে তার দায়ও বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। এমতাবস্থায়, আমরা ভাসমান ও অননুমোদিত দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। সম্মিলিত প্রশাসনিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। এজন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় সিনেট সদস্যবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন উচ্চশিক্ষা বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন। ১৯৬১ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম হয়। ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সম্মেলনে উপস্থাপিত ম্যানিফেস্টোয় ঘোষণা করেন, "বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে বাস্তব স্বীকৃতি দিতে হইবে।" বঙ্গবন্ধু শিক্ষার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে তাঁর ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের কাজ শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের মূল চেতনা সংকুচিত হতে থাকে। এর মূল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন না থাকা। এক্ষেত্রে সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকায় স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায়ও আমরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন খাত থেকে যা আয় করে, সেই পরিমাণ অর্থ বাজেট প্রণয়নের সময় বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় দিয়ে থাকে। অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে হলে নতুন নতুন উদ্ভাবনের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। সরকারের সহযোগিতা পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে গবেষণা কার্যক্রমকে আরো উৎসাহিত করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ,

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১০০ বছরের বেশি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানবিক, মৌলিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ে এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করে আসছে। এ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৩৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করেছে। বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারী এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, দেশের সর্বপ্রাচীন এ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় শতকে পদার্পণ করেছে। নতুন শতকের চাহিদা অনুযায়ী এই বিদ্যাপীঠের রূপান্তর এখন সময়ের দাবি। আপনারা অবহিত আছেন, উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চপ্রবৃদ্ধি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তাই জনমিতির লভ্যাংশ অর্জনের জন্য প্রয়োজন মানবিক ও প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ও ফিজিক্যাল মাস্টার প্ল্যান আমরা প্রণয়ন করেছি। এই দুটি পরিকল্পনা-সহ উল্লেখিত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বশিক্ষা-মানচিত্রে অনন্যসাধারণ অবস্থানে উপনীত হবে। আমাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক বাজার-উপযোগী বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী প্রস্তুত করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *Sadhana: Realisation of Life* (১৯১৩) গ্রন্থে প্রায়োগিক শিক্ষার প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে উল্লেখ করেন, "Our university must not only instruct, but live; not only think, but produce." আসন্ন পঞ্চম শিল্প-বিপ্লবের উপযোগী করে আমাদের তরুণ সমাজকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। ১৯৪০ সালে University of Pennsylvania-য় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট Franklin D. Roosevelt শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future." আমরা আমাদের দুর্বলতা, সক্ষমতা ও গন্তব্য একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে উল্লেখ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং সততার মধ্য দিয়ে যে কোনো লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন "Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।" আমরা এই উক্তিটির মর্মার্থ ধারণ করে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে চাই। আজকের এই বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে আপনাদের সদয় উপস্থিতি আমাদের গভীরভাবে কৃতার্থ করেছে। সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ, সহকর্মীবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীজন, আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন গত ২৭ জুন ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে। সিনেট চেয়ারম্যান ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ এবং গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য সকল সিনেট সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধন, মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মপ্রয়াস ও উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা প্রদান এবং শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সিনেটের এই বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৯৪৫ কোটি ১৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৯৭৩ কোটি ৫ লাখ ৭৮ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করেন। দু'দিনব্যাপী অধিবেশনের সমাপনী দিনে এই বাজেট অনুমোদন করা হয়।

অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারসহ সিনেট সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

খোন্দকার লুৎফি রব্বানী-নাজমুন নেছা স্মৃতি বৃত্তি পেলেন ৪ শিক্ষার্থী

মাস্টার্স পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের ৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'খোন্দকার লুৎফি রব্বানী-নাজমুন নেছা স্মৃতি বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন সাফিয়া আক্তার দীপা, মো. শরিফুল ইসলাম, মো. সোহাগ আলী ও মো. আমিমুল ইহসান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৭ জুলাই ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, কয়েকজন শিক্ষক ও দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগ সফল করতে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। উপাচার্য প্রয়াত খোন্দকার লুৎফি রব্বানী এবং নাজমুন নেছার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান।

ঢাবি ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০ জুন ২০২৪ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০২৪-২০২৫ সেশনের জন্য ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. ফজলুর রহমান সভাপতি এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

ক্লাবের বিদায়ী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের বিদায়ী সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিত ২০২৩-২০২৪ সেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ক্লাবের নতুন সভাপতি, সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিদায়ী কমিটির সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব জড়িয়ে আছে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এই ক্লাব আমাদের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক। এই ক্লাব এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির চালিকা শক্তি হিসেবেও ভূমিকা রেখে চলেছে। বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং জ্ঞান আদান-প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে সুনামের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি ক্লাবের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ক্লাবের নবসজ্জিত ব্যায়ামাগার এবং নবনির্মিত ওয়াক-ওয়ে উদ্বোধন করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫